জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মে ২০০৮/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* অসংক্রমিত রোগগুলোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘাতক
* অউপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন
* চীনের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করতে প্রস্তুত জাতিসংঘ
* জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতিসংঘ সমর্থিত চুক্তি সম্পর্কিত সভায় হাজার হাজার অংশগ্রহনকারী সমবেত

অসংক্রমিত রোগগুলোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘাতক

১৯ মে ২০০৮ / জেনেভা: সংক্রামিত রোগের চেয়ে অসংক্রমিত রোগসমুহ এখন বিশ্বের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী রোগ যেমন হৃদরোগ এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া এখন বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান করণে পরিণত হচ্ছে বলে আজ WHO প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় । স্বাস্থ্য ধারার এই স্থানান্তর নির্দেশ করে যে প্রধান সংক্রামিত রোগসমূহ- ডায়রিয়া, এইচআইভি, যক্ষা, সদ্যজাত শিশুদের সংক্রমন এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ আগামী ২০ বছরে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর কম গুরুত্বপুর্ন কারণে পরিণত হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান ২০০৮: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্র থেকে সংগৃহিত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি বিশ্বের দেশসমুহে ৭৩ টি স্বাস্থ্য সুচকের একটি সেটের জন্য সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য সহায়ক। এগুলো সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য উপাত্ত এবং বিশ্বের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সম্পর্কে ধারণা এবং এটি কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তা জানার জন্য অপরিহার্য ।

WHO এর স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের পরিচালক ড. টাইস বোরমা বলেন আমরা বিশ্বব্যাপী সংক্রমন রোগে কম লোকের মৃত্যুর এবটি ধারা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি। আমরা দেখেছি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংক্রমিত রোগ যেমন- এইচআইভি/এইডস্ যক্ষা এবং ম্যালেরিয়া বেশি হয়। তবে বেশি সংখ্যক দেশে মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রধান রোগে হল অসংক্রামিত রোগ যেমন: হৃদরোগ এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধে হওয়া প্রভৃতি।

এই পরিসংখ্যানের প্রতিবেদনে শিশু ও বয়স্ক মৃত্যু, রোগাক্রন্তের ধরণ এবং রোগের বোঝা, ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের উপস্থিতি যেমন ধুমপান স্বাস্থ্য সেবার ব্যবহার, স্বাস্থ্যকমীর সহজপ্রাপ্যতা এবং স্বাস্থ্য সেবার অর্থায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আর্কষন করা হয়েছে , যার মধ্যে আছে:

মাতৃমৃত্যু: উন্নত দেশে প্রতি ১ মিলিয়নে ৯ জন মা মৃত্যুবরণ করলেও উন্নয়নশীল দেশে এই হার ৪৫০ জন এবং সাব সাহারা আফ্রিকাতে ৯৫০ জন।

ইউরোপে গড় আয়ুর ধারা: উত্তর ইউরোপে গড় আয়ু ১৯৫০ সালে ৬৪.২ বছর থাকলেও ২০০৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৬৭.৮ বছর, যার অর্থ হল মাত্র ৪ বছরে অবশিষ্ট ইউরোপের তুলনায় এ অঞ্চলে গড় আয়ু ৯ থেকে ১৫ বছর বেড়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা ব্যয়: প্রতি বছর ১০০ মিলিয়ন লোক স্বাস্থ্য সেবাখাতে ব্যয় করে দরিদ্র হয়ে পড়ছে।

মাতৃত্ব, সদ্যজাত শিশু ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ: প্রতি ১০ জনে ৪ জন নারী ও শিশু প্রতিকার ও প্রতিরোধ /নিরাময়ের মৌলিক সুযোগ পায় না এবং বর্তমানে অগ্রগতির যে হার তাতে এ ব্যবধান পুরণ হতে কয়েক দশক সময় লাগবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান ২০০৮ সংশিষ্ট দেশেরসমুহের সাথে নিবিড় পরামর্শ এবং গবেষক ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে WHO এর কারিগরি কার্যক্রম এবং আঞ্চলিক দপ্তর কতৃক তৈরি উপাত্তের সরকারী রেকর্ড। এই পরিসংখ্যান প্রকাশের মাধ্যমে WHO অব্যাহত স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করেছে এবং বিশ্ব গণস্বাস্থ্য উন্নয়ণে কৌশলগুলোর প্রয়োগের প্রমান দেখিয়েছে।

করবেন।

অউপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন

১৪ মে- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ বলেন যদিও অউপনিবেশীকরণ জাতিসংঘের একটি অন্যতম প্রধান সাফল্য তবুও এখনও বিশ্বে স্ব-শাসিত নয় এমন ১৬ টি ভুখন্ড রয়েছে । যার অর্থ হল এ প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি ।

অউপনিবেশকরণ বিষয়ক প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলিক সেমিনার এবং স্ব-শাসিত নয় এমন ভুখন্ডের জনগণের সংহতি সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী বানীতে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন যেহেতু আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য সেহেতু আমাদের সবার দায়িত্ব এ প্রক্রিয়ার একটি সফল সমাপ্তিতে সহযোগিতা করা।

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের অউপনিবেশকরণ তালিকায় এমন ৭২ টি ভূখন্ড অন্তর্ভূক্ত ছিল।

রাজনৈতিক বিষয়ক বিভাগের (DPA) অউপনিবেশকরণ ইউনিয়নের প্রধান ফ্রিদা ম্যাকায় কর্তৃত পাঠকৃত বানীতে জনাব বান বলেন বর্তমান বিশ্বে উপনিবেশবাদের কোন স্থান নেই।

ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে উপনিবেশিক দেশ ও জনগণের স্বাধীনতার অনুমোদন সংক্রান্ত ঘোষনার প্রয়োগের অগ্রগতি বিষয়ক বিশেষ কমিটির তিন দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি ২৪ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত অউপনিবেশকরণ বিশেষ কমিটি নামে পরিচিত ।

এ বছর আলোচনায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে এবং কিভাবে অউপনিবেশকরণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় অংশগ্রহনকারীরা সে ব্যাপারে আলোচনা করবেন ।

গত বছর জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণে অনুষ্ঠিত গণভোটে ১৬ টি ভোটের স্বল্পতার কারণে সিন্ধান্ত হয় যে টোকেলাও, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তিনটি ছোট বিচ্ছিন্ন প্রবালদ্বীপ নিউজিল্যান্ডের একটি ভূখন্ড হিসেবেই থাকবে।

চীনের ভয়াবহ ভুমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করতে প্রস্তুত জাতিসংঘ

১৩ মে- জাতিসংঘ চীনের দক্ষিণ পশ্চিমে গতকালের ভয়াবহ ভুমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করতে চীনের সরকারকে সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত আছে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে ১০ হাজারেরও বেশি লোক এই ভুমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছে। রিক্টার স্কেলে এই ভুমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.৮ এবং এটি সিচুয়াং প্রদেশে কেন্দ্রিভূত ছিল।

মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তরের (OCHA) এলিযাবেথ বায়ারস্ আজ জেনেভাতে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন, জাতিসংঘের দুর্যোগ মুল্যায়ন ও সমন্বয়নকারী ((UNDAC) একটি দল গতকাল চীনে এক বার্তায় জানিয়েছে যদি প্রয়োজন হয় বিশ্ব সংস্থাটি চীনকে সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত আছে।

জাতিসংঘ জরুরী বিশেষজ্ঞ দলটি কিভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে OCHA, চীনা কতৃপক্ষকে তথ্য পাঠিয়েছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল এই মারাত্নক ভুমিকম্পে বহু শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। টেলিভিশনের প্রতিবেদনে দেখানো হয় যে সিচুয়ানের রাজধানী চেংদুর কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি স্কুলে ৯০০ শিশু পাথরের টুকরার নিচে চাপা পড়ে আছে।

যদিও ভুমিকম্পে মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক বিপর্যস্থ হয়ে পড়ায় খুবই সীমিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তবুও সংস্থা এ তথ্য পেয়েছে যে পাশ্ববতী গানসু ও ইউনান প্রদেশে অনেক হতাহত রয়েছে।

UNICEF এর মতে সিচুয়ান চীনের একটি অন্যতম দরিদ্র ও সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ যেখানে প্রায় ৯০ মিলিয়ন লোক বাস করে।

এ সংস্থ্যটি উদ্বিগ্ন যে, উদ্ধারকারী দলগুলো ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পৌছানোর মাধ্যমে এই ভুমিকম্পে মৃত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্থের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চীনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সচরাচর UNICEF এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সাহায্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয় না । উলেখ্য এটা জানা গেছে যে দুর্যোগ মোকাবেলায় চীনের সরকারী সমন্বয় বিভাগের জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন কেন্দ্র দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় হাজার হাজার উদ্ধারকারী দলকে দ্রুত ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেছে।

জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতিসংঘ সমর্থিত চুক্তি সম্পর্কিত সভায় হাজার হাজার অংশগ্রহনকারী সমবেত

১২ মে– জার্মানীর সাবেক রাজধানী বনে বিশ্বের ১৪৭ টি দেশের ৩ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহনকারী সপ্তাহব্যাপী এক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন। কিভাবে আধুনিক জীব প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সকলের অঙ্গীকারের অগ্রগতি করা যায় সে ব্যাপারে জাতিসংঘ সমর্থিত একটি চুক্তির ওপর এ সভায় আলোচনা করা হবে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রম প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জীব বৈচিত্র কনভেনশনের সম্পূরক চুক্তি জৈব নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্টিজেনা প্রটোকলে স্বাক্ষরকারীদের চতুর্থ সভা আজ বনে শুরু হয়েছে।

সংস্থা জানায় এ সপ্তাহের সভার অন্যতম প্রধান আলোচ্যসূচি হল দায়বদ্ধতার আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী এবং বংশানুক্রমিক গুনগত পরিবর্তনশীল জীব নামে পরিচিত Movement of Living Modified Organisn (LMOs) এর কারণে ভয়াবহ ক্ষতি প্রতিরোধ বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌছানোর চেষ্টা করা।

জীব বৈচিত্র কনভেনশনের নির্বাহী সচিব আহমেদ জোঘলাফ সভায় প্রতিনিধিদের সুযোগটি কাজে লাগাতে এবং একটি সমঝোতায় পৌছাতে আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ২০০০ সালে ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাক্ষরিত প্রটোকল আনুসারে এর শর্ত সমুহ পুরণ করা আপনাদের দায়িত্ব ।

বন সম্মলনে অংশগ্রহনকারীগণ এই প্রটোকলের কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য অর্থায়নের উপায়সমুহ এবং জীব বৈচিত্রের ওপর LMOs এর কাজের সামাজিক- অর্থনৈতিক প্রভাব মুল্যায়নসহ অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করবেন।

** ** **